জাতীয় নগরায়ন নীতি (খসড়া)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.০	প্রেক্ষাপট	২
১.১	নগরায়নের প্রভাব	২
২.১	বাংলাদেশে নগরায়ন	৪
২.২	বাংলাদেশে শহর এলাকা ঘোষনার পূর্বশর্ত	৪
২.৩	কাংলাদেশে নগরের ক্রম বিন্যাস	৪
২.৪	বাংলাদেশে নগর পরিকল্পনা ও নগরায়ন চিত্র	৫
২.৫	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও নগরায়ন	৫
৩.০	ভিশন	৫
৪.০	মিশন	৫
৫.০	নগরায়ন নীতি	৭
৫.১	গভর্ন্যান্স ও নগর পরিকল্পনা	৭
৫.২	আবাসন ও বাসযোগ্য শহর	৬
৫.৩	নগরের অপরিকল্পিত অংশের বাসযোগ্যতা উন্নয়ন	৬
৫.৪	নগরায়ন ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব	৬
৫.৫	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সুষম নগরায়ন	৬
৫.৬	সার্বজনীনভাবে প্রবেশযোগ্য গনপরিসর	৬
৫.৭	পথচারী বান্ধব শহর: স্বাস্থ্য, স্থায়িত্ব ও বসবাস যোগ্যতা	৮
৫.৮	সমন্বিত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা	৮
৫.৯	চক্রাকার অর্থনীতি	৮
৫.১০	নগর কৃষি ও গ্রাম-শহর যোগসূত্র	৮
৫.১১	জলবায়ু পরিবর্তনের সহনশীলতা	৯
৫.১২	ঐতিহ্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণ	৯
৬.০	উপসংহার	১০

CamScanner

১.০ প্রেক্ষাপট

Urbanization শব্দটি Urban শব্দ থেকে এসেছে। ফরাসি লেখক জি বুগেলের মতে, "গ্রামীণ এলাকা থেকে শহর এলাকায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকেই নগরায়ন বলা হয়"। একটি নগর এলাকাকে কিছু নির্দিষ্ট মানদন্ডের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়, যেমন জনসংখ্যার আকার, জনসংখ্যার ঘনত্ব, প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোর মতো প্রশাসনিক কার্যাবলী। নগর এবং নগরায়নের মূল ধারণা নিম্নরূপ:

নগর	নগরায়ন
১. নগর বলতে এটি এমন এলাকা বোঝায় যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি এবং গ্রামীণ এলাকার তুলনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী রয়েছে। ২. যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষি বহির্ভূত পেশায় জড়িত। ৩. একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা যা নগর ভিত্তিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত ।	১. গ্রামীণ এলাকা শহর এলাকায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগরায়ন বোঝায়। ২. এর মধ্যে রয়েছে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের অভিবাসন এবং নগরের বৃদ্ধি। ৩. এতে জীবনযাত্রা, অর্থনীতি, অবকাঠামো ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত যা নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে ঘটে। ৪. এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা শহর এলাকার বৃদ্ধি ঘটায়।

বিশ্বে গত ২০০ বছরে নগরায়নের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮০০ সালে, বৈশ্বিক জনসংখ্যার মাত্র ২% শহরে বসবাস করত, যা ১৯০০ সালে বেড়ে ১৫% এবং ১৯৫০ সালে ৩০% তে উত্তীর্ণ হয়। ২০০৭ সালে, নগর জনসংখ্যা গ্রামীণ জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়, যা ২০১৪ সালে ৫৪% এবং ২০৫০ সালে ৭২% হবে বলে আশা হচ্ছে। ১৯৫০ সালের আগে, নগরায়ন মূলত উন্নত দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নগর জনসংখ্যা ১৯৫০ সালের ১৭.৮% থেকে বেড়ে ২০০০ সালে ৪০%উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৬০% পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, যা অবকাঠামো এবং পরিষেবার জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে [Zhang, X. Q. (2015)].

১.১ নগরায়নের প্রভাব

- **জনসংখ্যা বৃদ্ধি**: উন্নত সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে মানুষ গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে স্থানান্তরিত হলে শহর ও নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা নগর এলাকার সম্প্রসারণ ঘটায়।
- **অবকাঠামো উন্নয়ন**: নগরায়ন অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে, যেমন সড়ক, পরিবহন ব্যবস্থা, পানির সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, এবং বাসস্থান। এইগুলো বাড়তে থাকা জনসংখ্যাকে সামাল দিতে এবং শহরের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য।
- **অর্থনৈতিক পরিবর্তন**: নগরায়ন প্রায়ই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প, সেবা এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সাথে যুক্ত। শহরগুলি বাণিজ্য, অর্থনীতি, উৎপাদন এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, যা বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- **সামাজিক পরিবর্তন**: নগরায়ন উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে। এতে সাংস্কৃতিকচর্চা, পারিবারিক কাঠামো, জীবনযাত্রা, শিক্ষার পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যসেবার অধিকতর প্রবেশ্যতা তৈরি হয়। যা, সামাজিক বৈষম্য এবং জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের মতো চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করে।
- **পরিবেশগত প্রভাব**: নগরায়নের উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে। এটি প্রায়ই প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস, দূষণ (বায়ু, পানি, শব্দ), বন উজাড় এবং উচ্চ তাপ সৃষ্টি করে। এই প্রভাবগুলি মোকাবিলার জন্য টেকসই নগর পরিকল্পনা প্রয়োজন।
- **নগর পরিকল্পনা ও গভর্ন্যান্স**: নগরায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর গভর্ন্যান্স ও নগর পরিকল্পনা অপরিহার্য। এর মধ্যে ভূমি ব্যবহার আইন ও বিধি-নিষেধ এবং স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো মৌলিক পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত। নগর পরিকল্পনার লক্ষ্য হল কার্যকর, বাসযোগ্য এবং টেকসই শহর তৈরি করা।
- **প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন**: নগর এলাকা স্বভাবতই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয় কারণ সেখানে সম্পদ, ব্যবসা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। নগর এলাকা প্রযুক্তি, পরিবহন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের কেন্দ্রস্থল।
- **সাংস্কৃতিক সংহতি**: নগর এলাকা বিভিন্ন অঞ্চল, সংস্কৃতি এবং পটভূমি থেকে আসা জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে সমন্বিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তবে এটি একত্রীকরণ, বৈষম্য এবং সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করতে পারে।

CamScanner

২.১ বাংলাদেশে নগরায়ন

বাংলাদেশের শহর ও নগরসমূহ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যদিও অপরিকল্পিত বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাবও বিদ্যমান। বর্তমানে, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১.৬৬ শতাংশ নগর এলাকায় বসবাস করছে (বিবিএস ২০২২) এবং World Statistical Report 2024 অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৪০.৪৭% মানুষ নগর এলাকায় বসবাস করছে। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শহর এলাকার অবদান ৬০ শতাংশের বেশি, যা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় নগর এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। ঢাকা মহানগর এলাকায় নগর জনসংখ্যার ৯% বসবাস করলেও, জিডিপিতে তাদের অবদান ৩৬%। চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ৩% নগর জনসংখ্যা বসবাস করলেও, জাতীয় জিডিপিতে তাদের অবদান ১১% (সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক ২০২৩)। তবে, এই উৎপাদনশীলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নগরায়নের নেতিবাচক পরিণতি মোকাবিলা করা প্রয়োজন। এর জন্য "টেকসই নগরায়ন" অপরিহার্য, যা একটি গতিশীল, বহু-মাত্রিক প্রক্রিয়া। টেকসই নগরায়ন ছোট শহর থেকে বড় মহানগর পর্যন্ত সব ধরণের মানব বসতির মধ্যে সম্পর্ক এবং নগর কেন্দ্র ও তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকার মধ্যে সংযোগ অন্তর্ভুক্ত করে। এটি পরিবেশগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৩.৬ কোটি অতিক্রম করেছে এবং এটি বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা টেকসই নগরায়নকে আরও জরুরি করে তুলেছে। রাজধানী ঢাকা এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রাম আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের কারণে, যাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র। বাংলাদেশে নগরায়ন স্থানিকভাবে অসম বণ্টনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, যা টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ আরও জটিল করে তোলে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে, বাংলাদেশ সাম্প্রতিক দশকগুলিতে দ্রুত নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা করেছে, যেখানে নগর জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালে ৮.৮৭ মিলিয়ন, ১৯৮১ সালে ১৫.৫৪ মিলিয়ন, ১৯৯১ সালে ২০.১৫ মিলিয়ন, ২০১১ সালে ২৮.০০ মিলিয়ন এবং ২০২২ সালে ৩১.৬৬ মিলিয়ন হয়েছে (বিবিএস, ২০২২)। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩.০% এবং বর্তমান জাতীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.২২% (বিবিএস, ২০২২)। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে নগর জনসংখ্যা ৬০% পৌঁছাবে (বিশ্বব্যাংক, ২০২২)।

অধিক নগর জনসংখ্যার কারণে নগরায়নের প্রশ্নগুলো সেখানে বিশেষ গুরুত্ব ধারণ করে। এত উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমির ব্যবহার পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নগরায়ন বাড়ছে। গত ৫০ বছরে এখানে অনেক পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।

২.২ বাংলাদেশে শহর এলাকা ঘোষনার পূর্বশর্ত

পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুসারে শহর এলাকা ঘোষনা: পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ২য় ভাগ এবং অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী শহর এলাকা ঘোষনার নিমিত্ত (১) সরকার প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন:

(ক) জনসংখ্যা;
(খ) জনঘনত্ব;
(গ) স্থানীয় আয়ের উৎস;
(ঘ) অকৃষি পেশার শতকরা হার;
(ঙ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্বসহ অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষনের পর সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাদ্যমে যে কোন পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষনা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা(১) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে নিম্নবর্নিত বিষয় সম্পর্কে এই মর্মে নিশ্চিত হইতে হবে ঘোষণাকৃত এলাকার –

(ক) তিন চর্তুাংশ ব্যক্তি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত;
(খ) শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমি অকৃষি প্রকৃতির;
(গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃ গড়ে এক হাজার পাঁচশত এর কম নয়;
(ঘ) জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না।

২.৩ বাংলাদেশে নগরের ক্রম বিন্যাসঃ

বাংলাদেশের শহর/নগরের ক্রমবিন্যাস মূলত জনসংখ্যা, প্রশানিক বিন্যাস ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিম্নরূপে ভাগ করা হয়। যেমনঃ

ক) মেগাসিটি (জনসংখ্যা ৫০ লাখ এবং তার উপরে): ঢাকা শহর বাংলাদেশের একমাত্র মেগাসিটি। শহরের ওপর অত্যধিক জনসংখ্যার চাপের কারণে, শহরের বৃদ্ধির হার ধীর করার একটি নীতি অনুসরণ করা উচিত। এর মানে হবে শহরের বর্তমান এলাকার মধ্যে আরও শিল্প ও বড় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা এবং অন্যান্য অঞ্চল ও শহরে এ ধরনের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

খ) মেট্রোপলিটন সিটি (জনসংখ্যা ৫ লাখ হতে ৫০ লাখ): এই শহরগুলোতে সমস্ত ধরনের উচ্চ স্তরের কার্যক্রম থাকবে এবং এটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এসব শহরের টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে, তবে জনসংখ্যার সীমা মধ্যে রাখতে হবে।

CamScanner

গ) **সেকেন্ডারি টাউন/জেলা শহর (জনসংখ্যা ৫০,০০০ হতে ৫ লাখ এর মধ্যে):** এই শহরগুলো জেলা পর্যায়ে প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং কৃষি পণ্য, প্রক্রিয়াজাত পণ্য, দৈনন্দিন ভোক্তাপণ্য সরবরাহের জন্য বিপণন সুবিধা প্রদান করবে। এটি আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ছোট আকারের ভোক্তাপণ্য শিল্প ও বৃহৎ পণ্য পরিবহন সুবিধাগুলোর জন্য স্থান, অবকাঠামো এবং অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান করবে।

ঘ) **ছোট শহর/উপজেলা কেন্দ্র/থানা শহর (জনসংখ্যা ২০০০০-৫০০০০ এর মধ্যে):** এই কেন্দ্রগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, পেশাদার সেবা, স্বাস্থ্য সেবা এবং পেশাগত দক্ষতার জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবে। এসব শহর এলাকাভিত্তিক কৃষি পণ্য, ভোক্তাপণ্য, প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং খামারের উপকরণগুলির জন্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

২.৪ বাংলাদেশে নগর পরিকল্পনা ও নগরায়নচিত্র

স্বাধীনতা অর্জনের পর ঢাকার নিকটবর্তী ৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে কেন্দ্র করে একটি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৪ সালে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ১৯৫৫ সালে ধানমন্ডি, আজিমপুর ও মতিঝিলে সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়। এরপর ১৯৬০ সালে মোহাম্মদপুর ও মিরপুর, ১৯৬১ সালে গুলশান মডেল টাউন, ১৯৬৪ সালে বনানী, ১৯৬৫ সালে উত্তরা মডেল টাউন এবং ১৯৭২ সালে বারিধারা গড়ে তোলা হয়।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে মাত্র ৭৯টি পৌরসভা ছিল, কিন্তু ২০২২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৩২৯ তে পৌঁছেছে এবং সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা ১২টি। দেশের মোট নগর জনসংখ্যার ৬১.৩৬% এরও বেশি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাস করে। দেশে মোট ৫৩২টি নগর কেন্দ্র রয়েছে, যা আঞ্চলিক স্তরে নগরায়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,(২০২২)।

বাংলাদেশে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) জাতীয় পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করে। এছাড়াও, রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ ও কক্সডিএসহ পাঁচটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা তাদের আওতাধীন এলাকায় মাস্টার প্ল্যান তৈরি ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করার আইনগত অধিকার সংরক্ষন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো জাতীয় পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা নেই। তবে, ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ১১.০৮% এলাকা পরিকল্পনার আওতায় এসেছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে এটি মোট এলাকার ১৫.৫২% তে পৌছাবে। এপর্যন্ত ইউডিডি সুষম নগরায়নের জন্য ৩৫টি উপজেলা মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করেছে (সূত্র:UDD,২০২৫)।

২০০০ সালের পর থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন করে আসছে। উক্ত মাস্টার প্ল্যান প্রধানত শিশুদের খেলার মাঠ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক স্থান, আবাসন,সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো এলাকা চিহ্নিত করা হয়। গত দেড় দশকে এলজিইডি ২৫৬ টি পৌরসভা এবং ০২ টি সিটি কর্পোরেশনসহ মোট ২৫৮ টি অবকাঠামো উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন করেছে, যার মধ্যে ০৬ টি গেজেট আকারে প্রকাশ হয়েছে যেমনঃ (ক) কুয়াকাটা (২) টুংগীপাড়া (৩) কোটালীপাড়া (৪) টাংগাইল (৫) মাধবপুর (৬) কিশোরগঞ্জ ।

নগর পরিকল্পনার অভাবে দেশের বেশিরভাগ শহর/নগরীতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেমন যানযট, খোলা জায়গার অভাব, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, আবাসন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ইত্যাদি। সম্প্রতি ঢাকা 'গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স ২০২৩'-এ বিশ্বের ৭ম কম বসবাসযোগ্য শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে এবং ২০২৪ সালে আরও অবনমন হয়ে কম বসবাসযোগ্য শহর এর তালিকায় ৫ম স্থানে রয়েছে (দ্য ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০২৪)।

২.৫ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ও নগরায়ন

২০১৫ সালে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়নের জন্য 'এজেন্ডা ২০৩০' হলো শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত প্রয়াস। এর মূল কেন্দ্রে রয়েছে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), যা সকল দেশের জন্য একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনার আহ্বান জানায়। এলক্ষ্যে দারিদ্র্য দূর করণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নত, বৈষম্য হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করা এবং সাগর ও বন সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট নং ১১ মূলত, শহর এবং মানব বসতি অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, স্থিতিশীল এবং টেকসই করাকে কেন্দ্র করে। এটি নগরায়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে, যেমন আবাসন, পরিবহন ও জনসাধারণের জীবন মান উন্নয়ন, পরিবেশগত ঋণাত্মক প্রভাব হ্রাস করা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা। এই অভিষ্ট, টেকসই নগর পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে, যা সকলের জন্য বাসযোগ্য শহর নিশ্চিত করবে।

৩. ভিশন

একটি সুপরিকল্পিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ন প্রক্রিয়া উৎসাহিত করা, যা সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে, শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করবে, বৈষম্য হ্রাস করবে, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে এবং নগর ও গ্রামীণ উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে।

CamScanner

৪. মিশন

ক) কৌশলগত নীতি, জোনিং ও অনিয়ন্ত্রিত বিস্তৃতি এবং সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই নগরায়ন উদ্বুদ্ধ করণ;

খ) প্রবিধান কার্যকর, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করতে নগর শাসন ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করণ;

গ) ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো;

ঘ) উচ্চ-ঘনত্ব, মিশ্র-ব্যবহার, সবুজ গনপরিসর ও দক্ষ ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বিত, সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নগরায়ন;

ঙ) বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষন, ভুমির অবক্ষয় হ্রাস ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে নগর পরিকল্পনায় টেকসই এবং স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন;

চ) অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা এবং বাস্তুচ্যুতি রোধ করতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করণ;

ছ) সুষম জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর-গ্রামীণ সংযোগকে শক্তিশালী করণ;

জ) ভূ-প্রকৃতি (ল্যান্ডস্কেপ), কৃষিজমি এবং ঐতিহ্যকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন থেকে রক্ষা করে সংস্কৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

CamScanner

৫.০ নগরায়ন নীতি

৫.১ গভর্ন্যান্স ও নগর পরিকল্পনা:

- কার্যকর নগর শাসনব্যবস্থা: স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
- জোনিং ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা: নগর সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট জোনিং আইন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- জননিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে আইন প্রয়োগকারী এবং জরুরী পরিষেবার জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন;
- সেক্টরাল সমন্বয় এবং উন্নয়নে ভারসাম্য স্থাপন;
- পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা আইন প্রনয়ন;
- জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রনয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করণ;
- পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো স্থাপন

৫.২ আবাসন ও বাসযোগ্য শহর:

- সাশ্রয়ী আবাসন: বিভিন্ন আয়ের স্তরের জন্য উপযুক্ত আবাসনের বিকল্প সরবরাহ
- মিশ্র-ব্যবহার উন্নয়ন: আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং বিনোদনমূলক স্থান একত্রিত করে যাতায়াতের দূরত্ব হ্রাস এবং আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি

৫.৩ নগরের অপরিকল্পিত অংশের বাসযোগ্যতা উন্নয়ন:

- নগরে মিশ্র ভূমি ব্যবহারের বিকাশ : মিশ্র-ব্যবহার উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, যা আবাসন, ব্যবসা এবং সুযোগ-সুবিধাকে কাছাকাছি একীভূত করে;
- ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট: ব্যক্তিগত গাড়ি নির্ভরতা কমাতে দক্ষ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তৈরি করণ;
- সবুজ স্থান সংরক্ষণ: কৃষিজমি, বন এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থলকে রক্ষা করার জন্য কৌশল বাস্তবায়ন;
- জোনিং সংস্কার: ব্লক ডেভেলপমেন্টের সাথে মিশ্র-ব্যবহার এলাকা এবং উচ্চ-ঘনত্বের আবাসনের জন্য জোনিং বিধি সংশোধন;
- জনসম্পৃক্ততা: পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পৃক্ত করে জীবনের মানের ভারসাম্য বজায় রাখা

৫.৪ নগরায়ণ ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব:

- পরিবেশ সুরক্ষা: প্রাকৃতিক বাসস্থান, সবুজ স্থান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নবায়নযোগ্য শক্তি: কার্বন নির্গমণ হ্রাস করতে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস অন্তর্ভুক্ত করা;
- সম্পদ দক্ষতা: বর্জ্য এবং দূষণ কমাতে দক্ষ পানি, বর্জ্য এবং শক্তি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রযোগ করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা: জলবায়ু-সম্পর্কিত ঝুঁকির মতো বন্যা, তাপদাহ এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করতে নগর পরিকল্পনা অনুসরন করে অবকাঠামো ডিজাইন করা;

৫.৫ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রাণবন্ত নগরায়ন:

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি: বিভিন্ন খাতে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক কৌশল তৈরি করণ;
- ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ: ব্যবসা, বিনিয়োগ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য অবকাঠামো এবং প্রণোদনা প্রদান করণ;
- শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন: শ্রমশক্তিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;

৫.৬ সার্বজনীন প্রবেশযোগ্য গনপরিসর:

- নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সার্বজনীন প্রবেশযোগ্য গনপরিসর, যা নারী, শিশু, বয়স্ক এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক গনপরিসর: উদ্যান, বাগান এবং বিনোদনমূলক এলাকা অন্তর্ভুক্তকরণ যা নগর জীবনের মান এবং জনস্বাস্থ্যকে উন্নত করে;
- বিনোদন ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য বহুমুখী গণপরিসর তৈরি করা;

CamScanner

৫.৭ পথচারী বান্ধব শহর: স্বাস্থ্য, স্থায়িত্ব ও বসবাস যোগ্যতা:

পথচারী বান্ধব শহর স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্য এবং বসবাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ গাড়িতে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কম হয়, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করে;

- স্থায়িত্ব:
  - ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমানো: পথচারী বান্ধব শহরে ব্যক্তিগত গাড়ির প্রয়োজন কম হয়, যা কার্বন নিঃসরণ কমাতে সাহায্য করে
  - টেকসই নগর পরিবেশ: পথচারী বান্ধব টেকসই নগর পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ;
- স্বাস্থ্য: পথচারী বান্ধব শহরে পথচারি চলাচল এর ব্যবস্থা বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে;
  - বসবাসযোগ্যতা: শহরে পথচারী চলাচল সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়তা করে;
- পথচারী বান্ধব হওয়ার যোগ্যতা:
  - ফুটপাত: অবিচ্ছিন্ন ফুটপাত;
  - প্রবেশগম্যতা: বিভিন্ন সক্ষমতার মানুষের জন্য কতটা প্রবেশযোগ্য;
  - সংযোগ: ফুটপাথ অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার সাথে কতটা সংযুক্ত;
  - নিরাপত্তা: ফুটপাথ চলাচল কতটা নিরাপদ;

৫.৮ সমন্বিত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা:

- ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ: অবকাঠামোগত চাহিদা, দুর্যোগ ঝুঁকি এবং নগর বৃদ্ধির ধরণ ট্র্যাক করার জন্য ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা (GIS) ব্যবহার করণ;
- সমন্বিত নগর ডাটাবেস: সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য রিয়েল-টাইম নগর তথ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা;
- অংশগ্রহণমূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম: নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া ও শাসনের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিকল্পনায় যুক্ত করা;

৫.৯ চক্রাকার অর্থনীতি (Circular economy):

- 3R: Reduce (হ্রাস), Reuse (পুনঃব্যবহার), Recycle (পুনঃপ্রক্রিয়াজাত) প্রোগ্রাম:
  - বর্জ্য হ্রাস এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ চর্চা সম্পর্কে নগর সম্প্রদায়কে সচেতন করা;
  - কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থা উন্নত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা;
- সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:
  - নগর বর্জ্য পরিচালনার জন্য ইকো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং কেন্দ্রীয় বর্জ্য থেকে জ্বালানি সুবিধা তৈরি করা।
- বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ: পৌর কঠিন বর্জ্য বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে পরিবেশ দূষণ কমানো, টেকসইভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন করা;

৫.১০ নগর কৃষি ও গ্রাম-শহর যোগসূত্র:

- নগর কৃষি:
  - খালি জমিতে ছোট আকারের নগর কৃষি উৎসাহিত করা।
  - খরা-সহিষ্ণু গাছপালা যেমন মরিচ, টমেটো, পালং শাক, ইত্যাদি শাকসবজি ও ভেষজ গাছপালা চাষ করা।
  - ধূসর (Gray) পানি পুনঃব্যবহার: প্রাথমিক ফিল্টারেশনের পরে গৃহস্থালির হালকা ব্যবহৃত পানি সেচের জন্য পুনঃব্যবহার;
- গ্রিন সাপ্লাই ব্যবস্থাপনা:
  - স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গঠন করে নগরের প্রান্তিক কৃষকদের সাথে শহরের ভোক্তাদের সংযোগ স্থাপন করা;
  - ন্যায়সঙ্গত খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অংশগ্রহণমূলক শাসন, স্থায়িত্ব, অন্তর্ভূক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতার উপর জোর দেয়া;
- শিক্ষা এবং সচেতনতা:

  খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন করতে নগর কৃষির উপকারিতা সম্পর্কে স্থানীয় সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ দেওয়া;

CamScanner

৫.১১ জলবায়ু পরিবর্তনের সহনশীলতা:

- সবুজ অবকাঠামো উন্নয়ন:
    - পার্ক এবং নগর সবুজায়ন প্রকল্প অগ্রাধিকার দেয়া;
    - জলাধার সংরক্ষণ এবং বিনোদনমূলক টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্লু করিডোর তৈরি করা;
- বন্যা এবং পানি ব্যবস্থাপনা:
    - বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোজন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা শক্তিশালী করা
    - সমন্বিত নদী অববাহিকা এবং বন্যার পানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা
- নগর উন্নয়নে কার্বন নির্গমণ হ্রাস:
    - গণ পরিবহন, সাইক্লিং এবং টেকসই প্রযুক্তির জন্য প্রণোদনা প্রদান করা;
    - নগর এলাকায় নবায়নযোগ্য শক্তি গ্রহণের উৎসাহ দেওয়া;
- নগর উন্নয়ন নীতিতে জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থা সংযুক্ত করা:
    - বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্মাণ সীমিত করতে জোনিং বিধি বাস্তবায়ন করা;
    - জলবায়ু-স্থিতিশীল কাঠামোর জন্য নির্মাণ বিধি কার্যকর করা;
- দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পূর্ব সতর্কতা সিস্টেম তৈরি করা;
- জনসাধারণের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের দুর্যোগ প্রস্তুতি উন্নত করা;
- জলবায়ু উদ্বাস্তু (Climate migrant) স্থানিক পরিকল্পনায় সংযুক্ত করণ;

৫.১২ ঐতিহ্য এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ:

- ঐতিহ্যবাহী ভবন সংরক্ষণ করা;
- সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং নগর উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা;
- স্থানীয় পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করা: স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য প্রতিফলিত করে অঞ্চলের নির্দিষ্ট নগর পরিকল্পনা কৌশল তৈরী করা;
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা: ঐতিহাসিক গুরুত্ব রক্ষা করতে স্থানীয় সম্প্রদায়কে পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা, একইসাথে অবকাঠামো আধুনিকায়ন করা;
- প্লাবন ভূমি ও জলাধার পুনঃউদ্ধার:
    - নগর বন্যা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে বন্যার পানি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
    - ব্লু করিডোরের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাভূমি এবং নদীগুলি সংরক্ষণ করা;
- কেন্দ্রীয় বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা:
    - শহরগুলিতে পরিচ্ছন্ন পানি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যান্ট আপগ্রেড করা
- বৃষ্টির পানি সংগ্রহ:
    - পানি সংরক্ষণের জন্য নগরের ভবনগুলিতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা করা।
- ধূসর (gray) পানি পুনঃব্যবহার:
    - প্রাথমিক ফিল্টারেশনের পরে গৃহস্থালির হালকা ব্যবহৃত পানি সেচের জন্য পুনঃব্যবহার করা
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা:
    - ডাবলিন নীতিমালা (১৯৯২) নির্দেশিত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণ সর্বাধিক করতে, একইসাথে বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ করতে খাত (sector) সমূহের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারে সমন্বয় করা;

CamScanner

৬.০ উপসংহার:

বাংলাদেশের জাতীয় নগরায়ন নীতি দেশের টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। এই ব্যাপক ফ্রেমওয়ার্কটি নগরায়নের গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা একটি রূপান্তরমূলক শক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবনা ও সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সক্ষমতা রাখে। এটি দ্রুত নগর সম্প্রসারণের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যেমন পরিবেশগত অবক্ষয়, আবাসন স্বল্পতা ও সামাজিক বৈষম্যকে চিহ্নিত করে, একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জগুলোকে অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনার জন্য সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানোর গুরুত্ব তুলে ধরে।

এই নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ এমন নগর পরিবেশ তৈরি করতে চায় যা অর্থনৈতিক গতিশীলতার সাথে পরিবেশগত গুরুত্ব, সামাজিক সমতা ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে। এটি টেকসই চর্চা (Sustainable practice), জলবায়ু পরিবর্তন স্থিতিস্থাপক ও অংশগ্রহণমূলক শাসনের গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা এমন শহর গড়ে তুলবে যেন ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি অভিযোজনযোগ্য এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। এই নীতি নগর-গ্রামীণ বৈষম্য দূর করতে ও শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করতে চায়, যাতে নগরায়নের সুফল শহরের সীমানার বাইরে গিয়ে দেশব্যাপী উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে পারে।

যেহেতু নগরায়ন বাংলাদেশে সমাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে, এই নীতি একটি দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে সকল সেক্টরের অংশীদারদেরকে একত্রিত করে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। বৈশ্বিক উত্তম চর্চা (Good practice) গুলিকে স্থানীয় সমাধানের সাথে একীভূত করে, এই নীতি এমন শহরের ধারণা তৈরি তৈরি করতে চায় যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্র নয় বরং উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিকাশের আশ্রয়স্থল হবে। পরিশেষে, জাতীয় নগরায়ন নীতি প্রতিটি নাগরিক, প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারকে একটি সমৃদ্ধ, স্থিতিস্থাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের জন্য একটি সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়-যেখানে শহর শুধু বসবাসের জায়গা নয় বরং অর্থনীতির চালিকাশক্তি এবং উন্নয়নের স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হবে।

CamScanner